লেখাপড়া

CONSUMER CONNECT INITIATIVE

IMAGESBAZAAR

আনন্দপাঠ, পছন্দের পড়াশোনা @কেরিয়ার ভাবনা

শুধুই ভাল মার্কস নয়। বাচ্চার পছন্দ-অপছন্দকে গুরুত্ব দিয়ে তার ব্যক্তিত্বের যথাযথ বিকাশ ঘটাতে সাহায্য করাই প্রকৃত শিক্ষার উদ্দেশ্য। আধুনিক শিক্ষা পদ্ধতির নানা দিক নিয়ে কথা বললেন বিশেষজ্ঞরা, শুনলেন পিয়াসী মিত্র

নার্সারি থেকেই এখন বাচ্চাকে ভবিষ্যতের জন্য তৈরি করতে হয়। স্কুল লেভেল থেকেই শুরু হয় কেরিয়ার ভাবনা, আর শিক্ষান্তে চাকরি— এটাই হল বর্তমান দিনের ম্যান মেকিং মিশন। মহাত্মা গান্ধী বলেছেন, "বিশ্ব-শান্তি চাইলে প্রথমেই শিশুদের জন্য যথাযথ শিক্ষা ব্যবস্থা তৈরি করা দরকার"। অন্য অনেক কিছুর মতোই, যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে শিক্ষা ব্যবস্থাতেও এসেছে প্রচুর পরিবর্তন। সাবজেক্ট বোঝানোর পদ্ধতিই হোক বা শিক্ষক-শিক্ষিকার সঙ্গে বাচ্চাদের ইন্টার‍্যাকশন, বদলেছে অনেক কিছুই। শুধু ভাল নাম্বার নয়, আধুনিক শিক্ষা আজ প্রাধান্য দেয় বাচ্চার মানসিক গঠন, বিকাশ ও মেন্টাল হেলথকেও। ঠিক তাই, শিক্ষাবিদরা মনে করছেন, প্রকৃত শিক্ষার পরিচায়ক হোক ব্যক্তিত্বের বিকাশ, নীতিবোধ এবং অবশ্যই নিজের পছন্দমতো বিষয়ে কেরিয়ার তৈরি করা।

সিলেবাসের বাইরে

ইন্টারনেটে দুষ্টচক্রের শিকার হওয়ায় প্রাণনাশের ঘটনা যে অবাস্তব নয়, তা ইতিমধ্যেই প্রমাণিত। আশার কথা, এই পরিস্থিতিতে মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে অভিভাবক, শিক্ষক-শিক্ষিকাদের মধ্যে সচেতনতা বাড়ছে। শহরের একটি স্কুলের সিইও প্রদীপ আগরওয়াল বললেন, "সোশ্যাল মিডিয়া থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকাটা আজকের দিনে অসম্ভব। সুতরাং স্কুলের উচিত বাচ্চাদের সোশ্যাল মিডিয়ার ক্ষতিকর দিকগুলো চিনিয়ে দিয়ে তা থেকে দূরে থাকতে সাহায্য করা এবং এর সঠিক ব্যবহার শেখানো।" টিচিং মেথডোলজির প্রসঙ্গে তাঁর কথা, "একটা কনসেপ্ট বোঝানোর ক্ষেত্রে থিওরির চেয়েও বেশি কার্যকরী হয় কেস স্টাডি বা বাস্তব জীবনের উদাহরণ দেওয়া।"

একমত শহরের একটি স্কুলের ফাউন্ডার-ডিরেক্টর সুনীল আগরওয়ালও। "শেখার ব্যাপারটা শুধু ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, বায়োলজি ল্যাবে সীমাবদ্ধ থাকবে কেন? আজকাল প্রতিনিয়ত বদলাচ্ছে টেকনোলজি, তাই আপডেটেড থাকার পথটা শুরু করতে হোক স্কুল থেকেই। যেমন, আমার স্কুলে রোবোটিক্স ল্যাব এবং থ্রি-ডি প্রিন্টিং ল্যাবের ব্যবস্থা রয়েছে। আসলে এই রকম চ্যালেঞ্জিং পরিবেশ থাকলে শেখার খিদেটা বেড়ে যায়। বছরে মোটামুটি তিরিশটা শনিবার ক্লাবে বিভিন্ন রকম অ্যাক্টিভিটিতে অংশগ্রহণ করার সুযোগ পায় ছাত্র-ছাত্রীরা। আসলে এক একটা বাচ্চার ইচ্ছে, অনিচ্ছেগুলো আলাদা, সুতরাং প্রত্যেকের চাহিদাটা বুঝতে হবে।" এই কারণেই শহরের বেশির ভাগ স্কুলেই এখন থাকেন একজন সাইকোলজিস্ট। পারিবারিক সমস্যা থেকে শুরু করে কেরিয়ার নিয়ে অনিশ্চয়তা, যে কোনও বিষয়েই ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের সঙ্গে মন খুলে আলোচনা করতে পারে।

এখন পড়াশোনার পাশাপাশি একটি বাচ্চার অল রাউন্ড ডেভেলপমেন্ট এবং মানসিক স্বাস্থ্যকেও সমান গুরুত্ব দিচ্ছে স্কুল কর্তৃপক্ষ। এর ফলে অল্প বয়স থেকেই নিজের পছন্দ-অপছন্দগুলোকে চেনার সুযোগ পাচ্ছে ছাত্র-ছাত্রীরা

হার্ড স্টাডি বনাম স্মার্ট স্টাডি

আজকাল রাত জেগে ফেসবুক, মোবাইলে গেম খেলা আর ঘণ্টার পর ঘণ্টা চ্যাটিংয়ের নেশায় একটানা পড়াশোনা করে উঠতে পারে না বহু ছাত্র-ছাত্রী। মনযোগ দিতে না পারায় তাই পরীক্ষায় সাফল্যও তাদের কাছে অধরাই থেকে যায়। এই প্রসঙ্গে পেশায় ইংরেজি শিক্ষক ও একটি কোচিং সেন্টারের প্রধান কামাল হোসেন জানালেন, "আজকালকার বাচ্চাদের সবটুকু এনার্জি চলে যাচ্ছে অদরকারি কাজে। ফলে দেখা দিচ্ছে ক্লান্তি, ঘুম ঘুম ভাবে আর তার পর ব্যর্থতা না মেনে নিতে পারায় অবসাদ।"

গ্র্যাজুয়েশন শেষ করার পর থেকেই অল্পবয়সী ছেলে মেয়েদের মধ্যে স্বনির্ভর হওয়ার প্রবণতা দেখা যায়। নিজের পায়ে দাঁড়াবার জন্য তখন অনেকেরই ভরসা সরকারি চাকরি। এই সব চাকরির প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য কোচিংয়ের সাহায্য নেওয়া যেতেই পারে, তবে সবচেয়ে বেশি কার্যকরী পদ্ধতি হল কিছু টেকনিক রপ্ত করা।

"সহজ করে বললে, হার্ড স্টাডি, অর্থাৎ ঘণ্টার পর ঘণ্টা বই মুখস্থ করাই যথেষ্ট নয়, চাই স্মার্ট স্টাডি। একটা উদাহরণ দিলেই পরিষ্কার হবে ব্যাপারটা। কম্পিটিটিভ পরীক্ষায় একটা খুব কমন প্রশ্ন হল, 'চাল গবেষণা কেন্দ্র কোথায় অবস্থিত?' উত্তরটা মনে রাখা যায় এই ভাবে, চাল গালে দিয়ে চিবোলে কেমন শব্দ হয়? কট-কট। সেখান থেকেই বেরিয়ে আসবে উত্তর, কটক। এই ভাবে মনে রাখলে চাকরির পরীক্ষায় ভাল স্কোর করা সহজ হয়," বললেন কামাল।

অন্যদিকে কম্পিউটার এবং প্রযুক্তিবিদ্যার সঙ্গে যুক্ত এক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান সুদীপ্ত দত্ত মনে করেন, আধুনিক প্রযুক্তির সঙ্গে মিলিয়ে দিতে হবে নিজের লক্ষ্যকে। সায়েন্স, আর্টস বা কমার্স, যাই-ই হোক না কেন, কম্পিউটার ছাড়া চলবে না। সুতরাং স্কুলে গুরুত্ব দিতে হবে 'ডিজিটাল লিটারেসি'কে। "বর্তমান পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে বলা যায়, আইটি (ইন্ডিয়ান ট্যালেন্ট) প্লাস আইটি (ইনফরমেশন টেকনোলজি) ইজ ইকুয়াল টু আইটি (ইন্ডিয়া টুমরো)," বললেন দত্ত।

পছন্দের কেরিয়ার

একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ডেপুটি ডিরেক্টর গৌতম সাহার বক্তব্য, শিক্ষার জগৎ এখন যে পর্ব দিয়ে যাচ্ছে, তাতে একটা জিনিস স্পষ্ট, নিজেদের পছন্দ-অপছন্দের কথা মাথায় রেখে পড়াশোনা এগিয়ে নিয়ে যাওয়াকেই উৎসাহ দিচ্ছেন শিক্ষাবিদরা। সেটা চাকরি-নির্ভর ভোকেশনাল কোর্স হোক বা স্পেশালাইজড অ্যাকাডেমিক কোর্স। "প্রতিটি কোর্সের ব্যাপারে বিশদে জেনে কেরিয়ারের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে হবে, সেই মানসিকতাটা তৈরি হোক স্কুল থেকেই। যেমন, যে বাচ্চার খেলা ভাল লাগে, সে এখন স্পোর্টস ম্যানেজমেন্টেই আকর্ষণীয় কেরিয়ার তৈরি করতে পারে," বললেন সাহা।

শহরের এক বিখ্যাত ইংরেজি মাধ্যম স্কুলের পক্ষ থেকে অলোক তিব্রেওয়ালেরও জানালেন একই কথা। "আগেকার দিনে প্রথাগত ডাক্তার-ইনিঞ্জনিয়ারের কেরিয়ার ছাড়া অন্য কেরিয়ারের কথা ভাবাই হত না। আধুনিক শিক্ষার ক্ষেত্রে কিন্তু জোর দেওয়া হচ্ছে অল-রাউন্ড ডেভেলপমেন্টের উপর। ছোট থেকেই শিখিয়ে দেওয়া উচিত, কাজের সঙ্গে খেলা, ব্যক্তিগত জীবন, বিনোদন, ইত্যাদির ব্যালেন্স তৈরি করা। এর ফলে অল্প বয়স থেকেই শিক্ষার্থীরা বুঝতে পারে, তাদের 'ইন্টারেস্ট'টা ঠিক কোথায়।"

বাচ্চাদের মন ঠিক নরম মাটির মতো আর সেই মনকে সুন্দর ভাবে গড়ে তোলার মধ্যেই লুকিয়ে আছে সমাজের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ।